গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৪০.০০৬.০০.০০.০০১.২০১১-২২৯

তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
৩০ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়: গত ২৭.০১.২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৭.০১.২০১৯ খ্রি. তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যবিবরণী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সদয় স্বাক্ষর করে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পরিদর্শন কার্যবিবরণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে,

১২/০২/১৯
(শাহিনা খাতুন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫
sasadmin1@mohfw.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৩। প্রশাসক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর ভলান্টারী, স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস), প্লটনং-৭/৩/১ বড়বাগ, প্রধান সড়ক, মিরপুর-২, ঢাকা।
৪। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব(সকল)/যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। উপসচিব/উপপ্রধান(সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১১। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১২। সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৪। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ০৩.০৭৪.০১৪.০১.০১.১১.০১.২০১৯-২৫

তারিখ ....২৮.মাঘ.১৪২৫.....

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন এর কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৭/০১/২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যবিবরণী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় স্বাক্ষর করেছেন।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা সম্বলিত কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক ০৫ পাতা।

১০/০২/২০১৯
(অতুল সরকার)
পরিচালক-৩
ফোন : ৫৫০২৯৪২৩
ই-মেইল : director3@pmo.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা; মুখ্য সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা; সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতি জন্য।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
অতিঃ সচিব (প্রশাসন মহোদয়ের দপ্তর)
স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগ
ডায়েরী নং........ তারিখ........
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
যুগ্ম সচিব (পার)
উপ-প্রধান (HRM)
উপ-সচিব
উপ-সচিব শৃং
সিঃ সঃ সচিব
সহকারী সচিব
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
অন্যান্য
অতিঃ সচিব প্রশাসন

স্বাস্থ্য ও পঃ কঃ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সচিব এর দপ্তর
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)
অতিঃ সচিব (উন্নয়ন)
অতিঃ সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)
অতিঃ সচিব (হাসপাতাল)
(বাজেট)

খসড়া

২৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৭-০১-২০১৯ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব; এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক; সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; চেয়ারম্যান, কমিউনিটি ক্লিনিক সহায়তা ট্রাস্ট; মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর প্রধানগণ, উপ-উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়; বিএমডিসি; বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রণালয়ে স্বাগত জানান এবং সরকার গঠনের শুরুতেই দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বিগত দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের অভূতপূর্ব সাফল্যে কথা তুলে ধরে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত নতুন নকশায় ৩০২৯ (তিন হাজার উনত্রিশ) টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে এবং কমিউনিটি ক্লিনিক এর কার্যক্রম উন্নয়নে **'কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাষ্ট আইন'** প্রণীত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নতুন করে মোট ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৪টি শয্যা স্থাপন করা হয়েছে। ১০ বছরে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়েছে। ৩ হাজার ১৩১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ২২০০ (দুই হাজার দুইশত)টিতে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নিরাপদ প্রসবসেবা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে দেশীয় চাহিদার ৯৮ শতাংশ ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। পৃথিবীর ১৪৫টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করা হচ্ছে। ১১১টি নতুন সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। নার্সিংএ ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছে। শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট এবং শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন (নিটোর)-এর সম্প্রসারণ কাজ শেষ হয়েছে। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। গোপালগঞ্জে ইডিসিএল এর একটি আধুনিক কারখানা উদ্বোধন করা হয়েছে।

৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরও জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১০,০০০ চিকিৎসক নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। বিদ্যমান যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার এবং চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটরিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ভিত্তিতে এ খাতের কর্মপরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন বলে জানান। তিনি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বিস্তারিত কার্যপরিধি প্রণয়ন করে তাদের সেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং হাসপাতালে কর্মরত ইন্টার্ণি চিকিৎসকদের ভাতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও তিনি সভাকে অবহিত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৩ নং লক্ষ্যমাত্রা (**স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার জন্য কল্যাণ**) অর্জন এবং স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে জাতির পিতার চিন্তা ও উদ্যোগের কথা স্মরণ করে বলেন, স্বাধীনতার স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রচিত সংবিধানে তিনি মানুষের স্বাস্থ্য সেবাকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁরই স্বপ্ন ধারণ করে মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক মেয়াদেই উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং নির্বাচনী ইশতেহার থেকে নির্বাচন পরবর্তী সরকার পরিচালনা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য খাত অন্যতম প্রাধিকারভুক্ত খাত হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তৃনমূল পর্যায়ের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁর সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কমিউনিটি ক্লিনিক এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দেশ পরিচালনার সময় প্রতি ৬ হাজার

জনসংখ্যার জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে ৪ হাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে গ্রামীণ জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা এবং ৩০ প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাষ্ট স্থাপিত হয়েছে যার মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

(৪.১) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিকট হতে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তাঁর ইতঃপূর্বেকার নির্দেশনা মোতাবেক উন্নত দেশের ন্যায় Referral System প্রবর্তন নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, সারা দেশে দায়িত্ব প্রাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে হবে। জনমানুষের দুর্ভোগ হয় অথবা অহেতুক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় এমন কোন আচরণ বা কর্মকান্ড গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৪.২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, নার্সদের চাকুরী ও পেশাগত উন্নয়নে তাদেরকে ২য় শ্রেনীর কর্মকর্তার পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে, পোষ্ট গ্রাজুয়েশনসহ বিভিন্ন কোর্স ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি নার্সদের জন্য একটি বিস্তারিত কর্মপরিধি প্রণয়ন, তদানুযায়ী দায়িত্ব পালন এবং প্রশিক্ষিত ৩০০০ (তিন হাজার) মিডওয়াইফের যথাযথ পদায়ন ও দায়িত্বপালন নিশ্চিত করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(৪.৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল স্তরের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু; চিকিৎসকদের ইন্টার্ণশিপের মেয়াদ ১ (এক) বছরের স্থলে ২ (দুই) বছর; হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, মুমূর্ষু রোগীর অভিভাবক ও চিকিৎসকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে সুসম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে উপযুক্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা; মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও হাসপাতালসমূহের সকল ক্রয়কার্যে ই-প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতির প্রবর্তন এবং হাসপাতালের বর্জ্যসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক ও স্বাস্থ্য সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

(৪.৪) নতুন করে হাসপাতাল ও হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে তার যথার্থতা জরিপের মাধ্যমে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেয়া বিশেষ প্রয়োজন অন্যথায় নির্মিত হাসপাতাল পর্যাপ্ত রোগীর অভাবে অব্যহৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে। মৌলিক বিষয়ের **শিক্ষকের স্বল্পতা ও অ্যানেসথিওলজিস্ট এর অভাব** পূরণে বেসিক সাবজেক্ট এর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বেসিক সাবজেক্ট এর আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

(৪.৫) বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় পাড়কে সংযুক্ত করে একটি ঝুলন্ত ব্রীজের মাধ্যমে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়নের প্রকল্প গ্রহণ ও চূড়ান্ত করতে হবে। একই সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কার্যক্রম প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুযায়ী আগামী ০৩ বছরেরর মধ্যে সম্পন্ন করারও নির্দেশনা প্রদান করেন।

(৪.৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে প্রতিজেলায় একটি করে সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । বিভিন্ন জেলার মেডিকেল কলেজসমূহ ঐ বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তবে সকল সরকারী ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর শিক্ষা ও সেবা প্রদানের গুণগত মান যাতে উচ্চ পর্যায়ে থাকে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে। অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যানসার বা কিডনিজনিত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় জনগনকে সচেতন করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৪.৭) সরকারি হাসপাতাল এর চিকিৎসকদের Private Practice এর বিষয়ে তিনি বলেন বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এরূপ কোন সুযোগ নেই। তথাপি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার স্বার্থে নির্ধারিত অফিস সময়ের পর ঐ হাসপাতালেই Institutional Practice এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে যে সকল চিকিৎসক Private Practice করবেন না তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে।

(৪.৮) সম্প্রতি **ভিটামিন A ক্যাপসুল** সেবনে বিঘ্ন সৃষ্টির বিষয়ে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় উপযুক্ত গুণগত মান সম্পন্ন ভিটামিন A ক্যাপসুল দেশে উৎপাদন ও সংরক্ষণের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫। সভায় গত এক দশকে স্বাস্থ্য সেবা খাতে বিভিন্ন অগ্রগতি, অর্জন এবং মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের উপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগের কার্যক্রম, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা নিয়ে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ দুটি উপস্থাপনা পেশ করেন।

৬। বর্ণিত উপস্থাপনার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত, মন্তব্য ও পরামর্শ সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করায় উপস্থিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধানদের মধ্য থেকে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন:

ক) 'কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট' এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী তাঁকে ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রদান করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অব্যাহত সহায়তা কামনা করেন।

খ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, মানসম্মত ও ভেজাল ঔষধ পৃথকীকরণের জন্য একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া মডেল ফার্মেসি চালু ও ভেজাল ঔষধ নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

গ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধনের অনুরোধ জানান।

ঘ) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর আগামী বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় উপস্থিতি পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করবে বলে তিনি জানান।

ঙ) নব-নিয়োগপ্রাপ্ত নার্স ও মিডওয়াইফদের কর্মে যোগদানের পূর্বেই তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন মর্মে মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর উল্লেখ করেন।

চ) মহাপরিচালক, নিপোর্ট বলেন, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স এবং নিপোর্টের গবেষণার বিষয়ে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে গবেষণার ক্ষেত্র ও গবেষণার বিষয় নির্ধারণে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

ছ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি কামনা করেন।

জ) বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে শিক্ষক সংকটের বিষয় উল্লেখ করেন এবং চিকিৎসকদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে আচরণ বিজ্ঞান, কোড অব কন্ডাক্ট, যোগাযোগ দক্ষতার বিষয়গুলি অর্ন্তভুক্তির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রত্যাশা করেন। তিনি বিএমডিসির নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জায়গা বরাদ্দের জন্যও অনুরোধ করেন।

ঝ) মেডিকেল কলেজে শিক্ষক সংকট নিরসণ করার জন্য শূণ্য পদ পূরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে উপযুক্ত চিকিৎসকদের Lateral Entry এর ব্যবস্থা করাসহ মৌলিক বিষয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একটি পুল গঠন করা যেতে পারে মর্মে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মতামত ব্যক্ত করেন।

৭। **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা, বিভিন্ন কর্মকর্তার বক্তব্য ও আলোচনা শেষে মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নরূপ সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করেন।**

<u>জনবল ব্যবস্থাপনা</u>

(১) চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সকল স্তরের হাসপাতালে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক ও নার্সদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

(২) ইন্টার্ণি চিকিৎসকদের দুই বছর ইন্টার্ণশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে প্রথম বছর সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরের বছর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

(৩) নার্সদের কর্মপরিধি সুনির্দিষ্ট ও হালনাগাদ করে তার প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। মিডওয়াইফারিদের উপযুক্ত পদায়ন ও দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে।

<u>হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা</u>

(৪) ইতঃপূর্বেকার নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবায় উপজেলা পর্যায় থেকে রেফারেল সিস্টেম চালু নিশ্চিত করা এবং পর্যায়ক্রমে Digital Referral System চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য নির্ধারিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা অব্যাহত রাখা এবং নবগঠিত কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্ট এর মাধ্যমে ক্লিনিকসমূহে কর্মরত কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(৬) নতুন হাসপাতাল স্থাপন ও বিদ্যমান হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপযুক্ত জরিপ পরিচালনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

(৭) অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্যাভ্যাস, বিশ্রাম, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম জোরদার এবং ৮টি বিভাগীয় শহরে ১০০ শয্যার ক্যান্সার ইউনিট/হাসপাতাল ও ১০০ শয্যার কিডনি ইউনিট/হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৮) হাসপাতালসমূহে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ উপযোগী মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে।

(৯) আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত তাপমাত্রায় ঔষধ সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণাগার তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

<u>ভৌত অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্প</u>

(১০) পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগে ১টি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত মেডিকেল কলেজ ব্যতিত অন্যান্য মেডিকেল কলেজ স্ব-স্ব বিভাগে অবস্থিত "মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়" এর অধিভুক্ত হবে।

(১১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ আগামী ৩ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং একই সাথে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজও দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

(১২) সকল প্রকার ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-জিপি) ক্রয়কার্য সম্পন্ন করতে হবে।

(১৩) বিদ্যমান মেডিকেল যন্ত্রপাতি সচল রাখা এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

(১৪) নতুন করে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় থেকেই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টিরও ব্যবস্থা রাখতে হবে।

চিকিৎসা শিক্ষা

(১৫) বেসরকারি হাসপাতালে সেবার মান বৃদ্ধি এবং মেডিকেল কলেজের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

(১৬) বেসিক সাবজেক্ট এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(১৭) মেডিকেল ও নার্সিং শিক্ষায় ক্রমবর্ধিষ্ণু ছাত্রীর সংখ্যা বিবেচনায় দেশের সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ/নার্সিং কলেজ/নার্সিং ইনস্টিটিউটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করতে হবে।

৮। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করায় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১/২/১১

(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার